দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

এসএসসি পরীক্ষা শুরু

আজ ৭ মার্চ, ১৯৮৭, শনিবার সকাল ১০টা থেকে দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এই পরীক্ষায় ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর বোর্ডের মোট ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৪শ' ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পৃথক পৃথকভাবে এ সকল পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা হচ্ছে ঢাকা বোর্ডে ১ লাখ ১৩ হাজার ২শ' ৬০। এর মধ্যে ৭৬ হাজার ৭শ' ৩১ জন পুরুষ ও ৩৬ হাজার ৫শ' ২৯ জন মহিলা। ঢাকা বোর্ডের অধীনে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১শ' ৩৭টি।

কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৮৬ হাজার। এর মধ্যে ৬০ হাজার পুরুষ এবং ২৬ হাজার মহিলা। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১শ' ৪২টি। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৭ হাজার ৫শ'। এর মধ্যে পুরুষ ৬৭ হাজার ও মহিলা ২০ হাজার। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১শ' ৬০টি।

যশোর বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৯ হাজার ৭শ' ৭৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা পরীক্ষার্থীদের পৃথক পৃথক কোন হিসাব পাওয়া যায়নি।

এছাড়া বাংলাদেশের বাইরেও এবার এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রসঙ্গে জেদ্দা, রিয়াদ ও ত্রিপোলীসহ বিভিন্ন স্থানে ৮টি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভিন্নরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি না হলে আশা করা যায়, আগামী ২২ মার্চ এই পরীক্ষা শেষ হবে।

এ খবরটি পরীক্ষার্থী, পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকার এবং সাধারণভাবে গোটা দেশের কাছেই আনন্দদায়ক। কারণ, শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়গুলোতে পাস করতে বা ডিগ্রী পেতে এত দীর্ঘ সময় যেমন লাগে না, তেমনি লাগে না এত বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয়। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ ১০ বছর মেয়াদী এই এসএসসি পরীক্ষাটিই সময় ও অর্থের দিক থেকে ব্যয়বহুল। সুতরাং এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক এবং যত শিগগির সম্ভব ফল প্রকাশ করা হোক এবং ছেলেমেয়েরা ভাল অবস্থান নিয়ে সফলতা অর্জন করুক, এইতো সকলের প্রত্যাশা। সুতরাং পরীক্ষার শুরুতেই সকলের সঙ্গে আমরাও প্রার্থনা করি, এবারের এসএসসি পরীক্ষা যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য শুভ, সুন্দর ও নিরাপদ হয়।

শুভদিনে, শুভক্ষণে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে নেই। তাতে নাকি শুভ কাজে বিঘ্ন ঘটে। তবুও পরীক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনার্থেই দু'একটি কথা আমরা না বলে পারছি না। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই শুধু এসএসসি নয়, সকল পর্যায়ের পরীক্ষাতেই এমনকি স্কুলের ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা সমূহেও এক ধরনের উচ্ছৃংখলতার উদ্ভব ঘটে। ক্রমে ক্রমে সেই উচ্ছৃংখলতা ব্যাপক গণ-টুকাটুকি, মারপিট, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত বেধে যায়। সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক এই যে, এই উচ্ছৃংখলতা ও পরবর্তী অবস্থা সৃষ্টিতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজে, শিক্ষক, পিতা-মাতা এবং তাদের শুভানুধ্যায়ীরাও অংশীদার। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও শান্তি রক্ষাকারী পুলিশদের অনেকাংশে দোষদুষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে দেখা গেছে। '৭১ উত্তর পরীক্ষায় কার কি ভূমিকা তা এক এক করে উল্লেখ করে আমরা পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের অপ্রিয় হতে চাই না। অতএব, কারো জন্যে আমাদের কোন খয়রাতি উপদেশ নেই। আমাদের একান্ত আন্তরিক প্রত্যাশা, আরদ্ধ এসএসসি পরীক্ষা সুনির্বাহ সম্পর্কে আপনাদের কার কি ভূমিকা হওয়া উচিৎ তা দয়া করে আপনারাই বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা শুধু এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।